দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ...0.9 DEC.1988... ...
পৃষ্ঠা... .. ... 4 কলাম...1... ...

249

কেন এই বৈষম্য ?

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে প্রতি বছর বিভিন্ন বিভাগে যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয় তার পরিমাণ ঢাকা বা দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক কম। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এখানে অপেক্ষাকৃত কম সেশনজট, কম ছাত্রছাত্রী বিধায় বিভিন্ন সমস্যা একটু কম ; কিন্তু আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নামের সুযোগ নিয়ে কর্তৃপক্ষ অনার্স ৩ বছরের কোর্স পরীক্ষার নম্বর ৯০০-এর স্থলে গত তিন বছর যাবৎ ১৮০০নম্বর করেছেন। সাবসিডিয়ারীর ঝামেলা মাথায় রেখে কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে অনার্স পরীক্ষার নম্বর প্রায় দ্বিগুণ করায় ছাত্রছাত্রীরা অস্বাভাবিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পরীক্ষা দিতে হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেক নম্বরের। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে অনার্সে ৯০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয় সেখানে আমাদের কেন ১৮০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে? এটা কি বৈষম্য নয়? আশা করি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

মো: এমদাদুল হক,
ও
মো: এনায়েত বারী মামুন,
ইতিহাস বিভাগ (২য় বর্ষ),
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,
সাভার, ঢাকা।

প্রশ্নের মান বন্টন প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৮৮ সালের ডিগ্রী (পাস ও সাব) পরীক্ষা চলছে। উক্ত পরীক্ষায় হিসাব বিজ্ঞান ৩য় পত্রের মান বন্টনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল রয়েছে। তৃতীয় পত্রে মোট নম্বর ১০০। মোট ছ'টি প্রশ্নের উত্তর করতে হয়। প্রত্যেক প্রশ্নের মান ১৬। তাহলে মোট নম্বর হয় (১৬X৬)=৯৬। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে বাকী ৪ নম্বর গেল কোথায়? পূর্ববর্তী বছরগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রত্যেক বছরে অংকের নম্বর ২০ হয়ে থাকে। এবারেও অংকের নম্বর ২০ হবে বলে আমার ধারণা। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পরীক্ষার্থীদের পক্ষে
ভওরী লাল আগর ওয়ালা,
ব্যবস্থাপনা বিভাগ,
আনন্দমোহন কলেজ,
ময়মনসিংহ।

রংপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খুলে দিন

গত ২-১১-৮৮ তারিখে বহিরাগতের হামলায় রংপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হবার পর ৪-১১-৮৮ তারিখে কর্তৃপক্ষ কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন; কিন্তু সকল পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখে হবে বলে ছাত্রদের আশ্বাস দেন। পরীক্ষার্থী যারা স্বীয় নিরাপত্তায় ছাত্রাবাসে অবস্থান করতে ইচ্ছুক তাদের থাকতে এবং অন্যদের ছাত্রাবাস ত্যাগ করিতে নির্দেশ দেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ক্যাম্পাস শান্ত থাকায়, প্রায় সকল পরীক্ষার্থী ছাত্রাবাসে নির্বিঘ্নে অবস্থান ও লেখাপড়া করছে। কিন্তু দীর্ঘ দিন পরিবেশ শান্ত থাকা সত্বেও কর্তৃপক্ষ কলেজ খোলার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। অন্যদিকে রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পুনরায় বন্ধ হওয়ায় পরীক্ষা পিছিয়ে যায় এবং ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করছি, অতিসত্বর কলেজ খুলে দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা করে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।

লিটন
২, পিন্নু ছাত্রাবাস,
রংপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়।

হল ডাইনিংয়ে প্রাতঃরাশ ও বৈকালিক নাস্তার ব্যবস্থা করা হোক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে শুধু দুপুরের এবং রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। অথচ সকালে খাবার কোন ব্যবস্থা নেই। দেখেশুনে মনে হয় বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীরা যেন সকালের খাবার গ্রহণ করে না। বাস্তবে দেখা যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাইনিং হলে যেখানে দুপুরের খাবারের জন্যে ৫'৫০ টাকা খরচ হয় সেখানে ছাত্রছাত্রীদের খাইরের দোকানগুলোতে ভোরের নাস্তা বাবদ ৫ টাকা থেকে ৯ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়।

অধিকন্তু ঝড়-বৃষ্টি-বাদলের দিনে হল ছেড়ে বাইরে নাস্তা করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। আবার অনেককে রুমে অবৈধ হিটার সংযোজন করে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করতে দেখা যায়। এধরনের হিটার সংযোজনে হলে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ যেমন হতে পারে, তেমনি তা জীবনের জন্যেও হুমকিস্বরূপ।

অতএব, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রত্যেকটি হল ডাইনিংয়ে প্রাতঃরাশ ও বৈকালিক নাস্তার বন্দোবস্ত করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু সুদৃষ্টি কামনা করছি।

মো: রিয়াজুল হক,
৩৪৪, শাহ আমানত হল,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্নপত্রে ভুল

গত ৯শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি,এ পরীক্ষা শুরু হয়। বাংলা ৩নং প্রশ্নের গ অংশে আছে 'সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর নয়নতারা দুর্ভিক্ষতাড়িত ছিন্নমূল মানুষের করুণ অসহায়তার কাহিনী। উক্তিটির পরিপ্রেক্ষিতে নয়নতারা গল্প সম্পর্কে একটি আলোচনা লিপিবদ্ধ কর।' কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যকৃত গল্প সংগ্রহে 'নয়নতারা' নামে কোন গল্প নেই; সেখানে আছে 'নয়ন চারা'। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সঠিক কোনটি---নয়নতারা না নয়নচারা? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে এ রকম সাধারণ ভুলভ্রান্তি আশা করা যায় না। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, তারা যেন এরকম ভুল পরিহার করার জন্য সচেষ্ট হন এবং আমাদের বিভ্রান্তির কবল থেকে রক্ষা করেন।

মো: খাজা ইমদাদুল বারী,
বি,এ, ২য় বর্ষ, এম, এম আলী কলেজ, কাগমারী, টাংগাইল।